মানব চরিত্র উন্নয়নে মাইজভাণ্ডার দর্শনের ভূমিকা

এ.এন.এম.এ. মোমিন

ভূমিকা ঃ আদম সৃষ্টি সম্পর্কে হযরত আলী (কা.) বলেন, মহান আল্লাহ কঠিন, কোম্‌ল, মধুর ও তিক্ত মৃত্তিকা সংগ্রহ করলেন। তিনি এই মৃত্তিকায় পানি দিয়ে কর্দমে পরিনত করলেন, ফোঁটায় ফোঁটায় পানির পতন ঘটালেন আঠাল না হওয়া পর্যন্ত এবং আদ্রতা দ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করলেন। এ পিণ্ড হতে তিনি আদল, জোড়াসমুহ, অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ ও বিভিন্ন অংশ সহ একটি আকৃতি তৈরি করলেন। একটি নির্দিষ্ট সময় ও জ্ঞাত স্থায়িত্ব পর্যন্ত তিনি এটাকে শুকিয়ে কাঠিন্য প্রদান করলেন। অতঃপর এ আকৃতির মধ্যে তিনি তার রুহ ফুৎকার করে দিলেন। ফলে এটা প্রান-চৈতন্য লাভ করে মানব আকৃতি লাভ করল এবং এতে মন সন্নিবেশ করা হল যা তাকে নিয়ন্ত্রন করে, বুদ্ধিমত্তা দেয়া হল যা তার উপকারে আসে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেয়া হল যা তার কাজে লাগে, ইন্দ্রিয় দেয়া হল যা স্বাদ গন্ধ ও বর্ণ ও প্রকারের পার্থক্য বুঝাতে শেখালো এবং জ্ঞান দেয়া হল যা সত্য অসত্য বা ন্যায় অন্যায় উপলব্ধির মাধ্যমে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। আদম হল বিভিন্ন বর্ণের, আঠালো পদার্থের, বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী উপকরনের এবং বৈশিষ্ট যেমন উষ্ণতা, শীতলতা, কোমলতা, কঠোরতা, সন্তুষ্টি- অসন্তুষ্টি ইত্যাদির সংমিশ্রনের কর্দম। ” (নাহাজুল বালিঘা, মূল: আমিরুল মু’মেনীন আলী ইবনে তালেব (কা.) বাংলা অনুবাদক : জেহাদুল ইসলাম)|

মানব চরিত্রের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

সাধারণভাবে মানব চরিত্র বলতে মানুষের সেই সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমূহকে বোঝায় যার মধ্যে তার চিন্তা-চেতনা, ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, অনুভূতিসমূহ ও কার্যাবলীকে বুঝিয়ে থাকে| এই বৈশিষ্ট্যসমূহের স্বরূপ কি, কিভাবেই বা মানবীয় কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় অথবা মানবীয় মূল্যবোধ কি অপরিবর্তনীয় অথবা পরিবর্তনশীল কখন বা কিভাবে তা পরিবর্তিত হয় যা ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞানের নিকট অতি পুরাতন ও জটিল একটি প্রশ্ন| এই প্রশ্নটির সঠিক উত্তর জানা মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়| মানব চরিত্রের সাধারণ মান সম্পর্কে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সকল দার্শনিকগণই সৎ গুণাবলীকে ভাল জীবন ধারণের প্রকৃষ্ট উপায় হিসাবে বর্ণনা করেছেন| মানব চরিত্র সম্পর্কে চিন্তাবিদ যেমন টমাস হবস, জ্যাক রুশো, হেগেল, কার্লমাক্স, নিৎসে, জাঁপল সাত্রে, ফ্রয়েড এবং পরবর্তিতে বিভিন্ন নেতিবাচক তত্ত্ব, তথ্য ও মতবাদের মাধ্যমে যুক্তি, দর্শন ও তথ্য প্রমাণ একপেশে, খণ্ডিত ও বিকৃতভাবে উপস্থাপন করতে সচেষ্ট হয়েছেন| ফলে বিশ্ব শিক্ষা ব্যবস্থায় এর এমন প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে ভাল ও মন্দের হাজার হাজার বছরের যে মূল্যবোধ মানব সমাজে চালু ছিল তা এক বিরাট ধরণের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে| আল্লাহুর সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি মানুষ| সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী মানব সন্তান| সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর এই মাটির মানুষই| আবার আল্লাহুর প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা যে সৃষ্টি অর্জন করেছে সেটিও মানুষ| পক্ষান্তরে সৃষ্টির নিকৃষ্টতম প্রাণী এই মানুষই| এ ব্যাপারে পবিত্র কোরানে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ আমি তো সৃষ্টি

করিয়াছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে, অত:পর আমি তাহাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি (সূরা তীন ঃ ৪-৫)| আমি তো বহু জ্বিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাদের হৃদয় আছে কিন্তু তদ্বারা তাহারা উপলব্ধি করে না, তাহাদের চক্ষু আছে তদ্বারা দেখেনা এবং তাহাদের কর্ণ আছে তদ্বারা শ্রবণ করেনা, ইহারা পশুর ন্যায় বরং তাহারা অধিক বিভ্রান্ত| উহারাই গাফিল স্রষ্টা সম্প র্কে অমনোযোগী (সূরা আরাফ ঃ ১৭৯)| ২ গভীর অনুসন্ধান ও সতর্ক গবেষণার মাধ্যমে দেখা, জানা ও বোঝা যায় যে মানব প্রকৃতির মধ্যে হাজারো ধরণের বৈশিষ্ট্য রয়েছে| প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি জগতের যাবতীয় চরিত্রের সমষ্টি এক মানব চরিত্রের মধ্যেই সন্নিবেশিত রয়েছে| অতএব বলা যায় যে, মানব জাতি সারা বিশ্বের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ বিশেষ| মওলানা রুমী বলেন, “(অনধিক) দুই গজ দেহে সারা বিশ্বজগত সুপ্ত রহিয়াছে|” এই প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, মানব একটি ক্ষুদ্রজগত বিশেষ| তার শারীরিক গঠন প্রকৃতি, বিন্যাস, ক্ষমতা, যোগ্যতা, বাসনা, অনুপ্রেরণা-অনুভূতি এবং স্বত্তাবহির্ভূত অসংখ্য সৃষ্টি বস্তুনিচয় সাথে তার বাস্তব সম্প র্ক ইত্যাদি বিষয়সমূহ একটি বিশ্বজগতের ন্যায় মানুষের অভ্যন্তরে বিরাজমান| এই কারণেই এই জগতের প্রতি প্রান্তে তথা ক্ষেত্রে সুস্প ষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ না করলে বা এর সঠিক তাৎপর্য ও রহস্য অনুধাবন না করলে মানবের প্রকৃত পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয় এবং পূর্ণ ও প্রকৃত পরিচয় ব্যতীত তার মৌলিক সমাধান অসম্ভব| আবার বিষয়টি এতই জটিল যে আদিকাল হতে অদ্যাবধি এটি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণার লীলাভূমি হয়ে রয়েছে| এ ব্যাপারে প্রথম কথা হচ্ছে আজ পর্যন্ত মানব চরিত্রের সমুদয় রহস্যের তত্ত্ব ও তথ্য পূর্ণাঙ্গরূপে মানুষের নিকট উদঘাটিত হয় নাই| আজ পর্যন্ত (ঐশী দিক নির্দেশনা ব্যতীত) কোন মানবীয় জ্ঞানই পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি| অর্থাৎ কোন বিজ্ঞানী, দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, ঐতিহাসিক, চিন্তাবিদ এমন দাবী করতে পারেন না যে, মানব চরিত্রের সকল দিক ও বিভাগের সকল তথ্যাবলী তার আয়ত্তাধীন হয়েছে| উপরন্ত যে সমস্ত তথ্যের উপর এযাবত কাল আলোকপাত করা হয়েছে তার বিস্তৃতি, ব্যাপকতা, জটিলতা ও সূক্ষ্মতা এত বেশি যে, কোন ব্যক্তিবিশেষ তো দূরের কথা, কোন দলবিশেষের সতর্ক দৃষ্টি এর উপর একই সময় নিপতিত হয় না| এর একদিক যখন জ্ঞানচক্ষে ধরা পড়ে তো অপর দিক অন্ধকারে থেকে যায়| কোথায়ও দৃষ্টি সংকীর্ণ হয়ে পড়ে আবার কোথায়ও ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত ভাবপ্রবণতা দৃষ্টিপথকে আচ্ছন্ন করে রাখে| এ ধরণের বহুবিধ দুর্বলতা মানব জীবনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসহ অন্যান্য সমস্যা সমাধানের সকল প্রকার প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়নি| বরং এ ব্যাপারে গৃহিত নীতি বাতিল করে পরবর্তীতে গৃহিতব্য নীতি প্রণয়নের সময় পূর্বে গৃহিত নীতি ও দর্শনের অসারতা প্রকটভাবে দেখা দিয়ে থাকে| উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে ইতিহাসের এক পর্যায়ে রাজতন্ত্র সবচেয়ে সফল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচিত হত| অথচ বর্তমানে তা পরিত্যক্ত বা অ-জনপ্রিয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান| অথচ প্রকৃত সত্য হচ্ছে মানবীয় সকল সমস্যাই একটি মৌলিক ও সামগ্রিক সমস্যার বিভিন্ন দিক মাত্র এবং এর সবগুলোই সম্মিলিতভাবেই মানুষের জীবনে ব্যাপৃত| এই একটিমাত্র মৌলিক ও সামগ্রিক সমস্যার মধ্যে আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটি সমস্যার একটি নির্দিষ্ট স্থান বা ভূমিকা রয়েছে এবং গুরুত্ব ও অবস্থানের দিক দিয়ে সেইগুলির প্রত্যেকটি স্ব স্ব ক্ষেত্রে অপরিহার্যও বটে| মানুষের একটি দেহ আছে কিন্তু সে কেবল দেহ মাত্র নয়| যার একটি বিরাট অংশ তার ইচ্ছা নিরপেক্ষ ও

নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন| যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া, খাদ্য হজম প্রক্রিয়া, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া ইত্যাদি| অথচ এই ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা ও জটিলতা, অসুবিধা দেখা দিলে তার সকল কর্মকাণ্ডই ব্যাহত হয়| কিন্তু সে কেবল দেহই মাত্র নয়| তাই কেবলমাত্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোকেই তার সকল প্রকার সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়| মানুষ একটি জীবন্ত সত্ত্বা বিশেষ তাই সে জৈবিক জীবনধারার অধীন| এক্ষেত্রে মানব জীব বিজ্ঞান / চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও বিষয়বস্তু| কিন্তু মানুষ নিছক একটি জীব বা পশুমাত্র নয়| তাই কেবল জীব বিজ্ঞান কিংবা প্রাণীবিজ্ঞান হতে তার জীবনের দর্শন গ্রহণ করা যেতে পারে না| মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য আহার, পোশাক, বাসস্থানের প্রয়োজন রয়েছে| এজন্য অর্থনীতি তার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগও বটে| কিন্তু মানুষ কেবলমাত্র একটি জৈবিক পশুই নয় ? শুধু খাওয়া পরা বাসস্থান নিয়ে সে বাঁচতে পারেনা| কাজেই শুধুমাত্র প্রচলিত অর্থে অর্থনীতির উপর তার জীবন দর্শনের ভিত স্থাপন করা একটি মারাত্মক নির্বুদ্ধিতাও বটে| মানুষ তার প্রজাতিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য বংশবৃদ্ধি করতে বাধ্য| তাই তার মধ্যে প্রবল যৌনপ্রবৃত্তি ও তাড়না বিদ্যমান রয়েছে| এই যৌনতা সম্প র্কিত জ্ঞান তার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক| কিন্তু মানুষ শুধু বংশবৃদ্ধির একটি যন্ত্রমাত্র নয়| তাই কেবলমাত্র যৌনতার দৃষ্টিতে তাকে বিচার করা অবশ্যই ৩ সংগত হতে পারে না| মানুষের মধ্যে একটি মন আছে তার চেতনা ও অনুভূতির বিভিন্ন শক্তি এবং আবেগ ও লালসার বিভিন্ন ভাবধারা রয়েছে| কিন্তু সে আপাদমস্তকে শুধু মন মাত্র নয়| তাই শুধু মনোবিজ্ঞান দ্বারাই তার জীবনের কর্মপন্থা রচিত হওয়া যুক্তিসংগত হতে পারেনা| মানুষ একটি সামাজিক জীব| তার প্রকৃতিই তাকে যৌথ জীবনযাপনে বাধ্য করে| এইদিক বিবেচনা করে দেখা যায় যে, তার জীবনের এক বিরাট অংশ হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান, কিন্তু সে নিছক সামাজিক জীবই নয় তাই শুধু সমাজবিজ্ঞানীরাই তার জীবন বিধান রচনা করতে সক্ষম নয়| মানুষ একটি বুদ্ধিমান সত্ত্বাও বটে| তার মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের উর্ধে অবস্থিত বুদ্ধি জগতের অনুসন্ধিৎসাও বর্তমান| তাই মানুষ বুদ্ধি ও যুক্তির দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত ও স্বতঃসিদ্ধ হতে চায়| এ কারণেই যুক্তিবিদ্যা মানুষের একটি বিশেষ আবেদন পূর্ণ করে| কিন্তু মানুষ সম্পূর্ণরূপে একটি বুদ্ধিময় সত্ত্বাও নয়| কাজেই নিছক যুক্তি বিজ্ঞানের ভিত্তিতে তার জীবনব্যবস্থা রচিত হওয়ার সুযোগ নাই| মানুষ নীতিধর্মী ও আধ্যাত্মবাদী বটে| তাই ভাল-মন্দের তারতম্য বিচার, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতিন্দ্রিয় নিগুঢ় সত্য লাভ করার একটি দুর্ণিবার আকাংক্ষা ও অনুপ্রেরণা তার মধ্যে বর্তমান আছে| এইদিক থেকে নীতি, বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা তার জীবনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দাবী করে| কিন্তু সে শুধু নীতি ও আত্মাসর্বস্ব নয় বিধায় নীতিবিজ্ঞান ও আধ্যাত্মবাদ হতেই তার জীবনের বিধান রচনা করা সম্ভব নয়| এ ব্যাপারে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো এক সত্ত্বার মধ্যে এই সকল উপাদান স্ব স্ব গুরুত্ব নিয়ে ক্রিয়াশীল এবং একই সাথে তাই বিচ্ছিন্নভাবে এর কোনটির উপর মাত্রাতিরিক্ত বা ন্যুন গুরুত্ব দিলেই ব্যক্তিচরিত্রে ও তার সার্বিক কর্মকাণ্ডের ভারসাম্য বিনষ্ট হতে বাধ্য| মানব চরিত্রের এই বৈপরিত্য, বৈচিত্র ও জটিলতা ও ব্যাপকতাসহ মানুষকে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়|

মানবচরিত্র ও তার জীবন সংগ্রাম

মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়| সেটাই মানুষের জীবন| তাই প্রকৃতির সর্বত্রই কণ্টকাকীর্ণ| ক্রমাগত সংগ্রামের মাধ্যমেই জীবনের প্রকৃতরূপ ধরা পড়ে| এ ব্যাপারে পবিত্র কোরানে উলে-খ করা হয়েছে ঃ নিশ্চয়ই মানুষের জীবনকে কণ্টকাকীর্ণ করিয়া (বা কঠোর কষ্ট ও শ্রমের মধ্যে) রাখা হইয়াছে|" (সূরা বালাদ ৪) প্রকৃতপক্ষে মানুষের জন্য এই দুনিয়া শ্রম, কষ্ট ও কঠোরতা ভোগের স্থান| কোন মানুষই এর থেকে মুক্ত নয়| মায়ের গর্ভে স্থান লাভ হতে শুরু করে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রত্যেকটি জীবনই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে তাকে প্রতি পদে পদে দুঃখ, কঠোরতা, শ্রম, বিপদ, বিসংবাদ, দুর্ঘটনা, মুসিবতের বিভিন্ন পর্যায় ও অবস্থার মধ্যে অগ্রসর হতে হয়| আপাতঃ দৃষ্টিতে যাকে, ক্ষমতাবান, ধনী, স্বচ্ছল বা লোভনীয় অবস্থানে রয়েছে মর্মে দেখা যায় বা গণ্য করা হয়, সে যখন মাতৃগর্ভে অবস্থান করছিল তখন প্রতি মুহূর্তে তার মৃত্যুর আশংকা ছিল; গর্ভপাতের মাধ্যমে তার জীবন শেষ হয়ে যেতে পারতো, প্রসবকালেও তার জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে খুব অল্প দুরত্বই বিদ্যমান ছিল| ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সে এতই অক্ষম ও অসহায় ছিল যে কোন রক্ষণাবেক্ষনকারী না থাকলে তাকে কাতরাতে, হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে মরে যেতে হতো আবার চলতে শুরু করার পর আছাড়ের পর আছাড় খাওয়ার মাধ্যমেই সে বড় হয়েছে এবং এ ধরণের বহু ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করে সে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষে পরিণত হয়েছে| বর্তমানে যদিও সে রাজা, মহারাজা, বাদশাহ্, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রি, মন্ত্রি, ধনকুবের ক্ষমতাবান সামরিক, বেসামরিক কর্মকর্তা যাই হোক না কেন সে কোনক্রমেই শংকামুক্ত নয়| তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, গুপ্তহত্যা, দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, সম্প ত্তি ও ক্ষমতা হারানোর সার্বক্ষণিক দুশ্চিন্তায় তাকে সবসময় শংকিত ও কম্পি ত থাকতে হয়| সে যদি বিশ্ববিজয়ীও হয়ে থাকে তবুও তার মনে একবিন্দু শান্তি বা স্বস্তি থাকেনা, সামরিক প্রশাসক হলে তার নিজের সেনানায়কদের মধ্যে কেউ বিদ্রোহ ঘোষণা করে কিনা, এই ভয়ে তার অন্তরাত্মা কম্প মান হয়ে থাকে| আবার কেউ যদি কারুণ বা কুবেরের মত বিপুল ধন-সম্প দের মালিক বা প্রভু হয়ে থাকে, কেমন করে আরো সম্প দ বৃদ্ধি করবে, কেমন করেই বা এই সম্প দ সংরক্ষণ করবে, তার অবর্তমানে তার অংশীদার বা উত্তরাধিকারীগণ এই সম্প দ বৈধ-অবৈধ পদ্ধতিতে ধংস করে ফেলবে কিনা এই দুশ্চিন্তায় সে সবসময় ছট্ফট্ করতে থাকে| এক কথায় কাউকেই নিঃশংক, স্বস্তি ও সার্বিক নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা, সৌভাগ্য দান করা হয় নাই| কারণ মানুষকে সৃষ্টি করাই হয়েছে অশান্তি, অতৃপ্তি, বিপদাশংকা ও কঠোর দুঃখ কষ্টের মধ্যে| একজন স্বাভাবিক মানুষ কিভাবে বা কি পরিস্থিতিতে দুনিয়ার জীবনের মুখোমুখি হয় তা বিশে-ষণ হচ্ছে ঃ দুনিয়ার সংজ্ঞা পবিত্র কোরআনের সূরা আল ইমরানের ১৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে? "মানুষের জন্য তাদের মনঃপুত (আকর্ষণীয়) জিনিস হলো নারী, সন্তান, স্বর্ণ, রৌপ্যের স্তুপ, বাছাই করা ঘোড়া, গৃহপালিত পশু, কৃষি জমি বড়ই আনন্দদায়ক ও লালসার বস্তু বানিয়ে দেওয়া হয়েছে| এটিই প্রকৃতপক্ষে 'দুনিয়া' এবং সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামগ্রী মাত্র| মূলত চিরস্থায়ী আশ্রয়স্থল ধোকার নিকটেই রয়েছে|" পার্থিব বস্তুর মোহ ও আকর্ষণের তীব্র প্রতিযোগিতা সম্প র্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে ঃ "তোমাদের বেশি বেশি ও অপরের তুলনায় অধিক সুখ-সম্প দ লাভের প্রতিযোগিতা (চিন্তা) চরম গাফিলতির মধ্যে নিমজ্জিত করে

রেখেছে| ... এমন কি এটি (এই চিন্তা) তোমাদেরকে কবর পর্যন্ত নিয়ে যায়’’ (সূরা তাকাসুর ঃ ১০২)| আলোচ্য আয়াতটি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, কোন জিনিস বেশি বেশি পাওয়ার লোভ ও কোন জিনিস হতে গাফিল হয়ে যাওয়ার কথা তা সুস্প ষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ভাবে না উলে-খ করায় এই শব্দগুলোর ব্যাপক অর্থ প্রকাশ হওয়ার সৃষ্টি করা হয়েছে| ফলে দুনিয়ার সব রকমের স্বার্থ, সুবিধা, বিলাস সামগ্রী স্বাদ আস্বাদনের উপায় উপকরণ এবং শক্তি ও ক্ষমতা বেশি বেশি লাভ করার চেষ্টাই মানবীয় দুর্বলতা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে| আর এগুলি নিয়ন্ত্রন করে এইসব লোভ ও আকর্ষণের পথ পরিহার করে অর্থাৎ দুনিয়ার লোভ সংযত রেখে আল-াহ্র পথে ধাবিত হওয়ার জন্যই মানব জাতিকে আল-াহ্ নির্দেশ দিয়েছেন| অর্থাৎ স্বাভাবিক ও সাধারণভাবে মানবীয় লাভ, লোভ শারীরিক আনন্দ, ভোগের উপকরণ ও সামগ্রীসমূহ যে কোন উপায়-পন্থায় সংগ্রহ করার চাহিদা ও দাবী অন্যদিকে ঐশী তথা ধর্মীয় নির্দেশনা হচ্ছে এগুলো সীমিত পর্যায়ে রেখে আল-াহ্র পথ অনুসরণ করা| এ প্রসঙ্গে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মানবজাতির জন্য দুইটি উৎস ভিত্তিক জীবন বিধান রয়েছে ? একটি মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তিক অন্যটি ঐশী বা ধর্মভিত্তিক তথা কোরআন ভিত্তিক জীবন দর্শন| মানবীয় তথা ধর্মবর্জিত বা বিকৃত জীবন দর্শন বা জীবন ব্যবস্থা অন্যটি প্রকৃত ঐশ্বরিক, তথা ঐশী তথা ধর্মীয় জীবন বিধান বা দর্শন| মানব চরিত্রের পরস্প র বৈপরিত্য, জটিলতা, ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি ইত্যাদি বিষয়াদি সম্প র্কে ইতিহাসের আবর্তন বিবর্তন কালে মানব সত্ত্বা ও তার সাথে সংশি-ষ্ট মৌলিক বিষয়গুলি বুঝতে গিয়ে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বিভ্রান্তি র ও প্রতারনার শিকার হয়েছে| কোন সত্যকে অতিরঞ্জিত করে উপলব্ধি করেছে| আবার কোনটিতে বুঝতে ভুল করেছে| যার ফলে মানুষ বিভিন্ন সময়ে ভুল জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে| পরবর্তিকালে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মানুষ নিজের বুদ্ধিভিত্তিক জীবন ব্যবস্থার অসারতা উপলব্ধি করে অন্য ধরণের ভুল পদ্ধতি গ্রহণ করেছে| মহামূল্যবান মানব জীবনকে নিয়ে এ ধরণের এক্সপেরিমেন্ট করে অন্য একটি সম্পূ র্ণ ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তাহলো? মানব জাতির জন্য কোন স্থায়ী নৈতিক মূল্যবোধ নাই| বরং ন্যায়, অন্যায়, ভালো-খারাপ, সৎ, অসৎ কোন স্থায়ী বিধান নয় সেগুলি আপেক্ষিক বা Relative অর্থাৎ চিরন্তন নয় এবং জাতির জন্য এক একটি যুগে বা ইতিহাসের এক এক পর্যায়ে আলাদা ধরণের জীবন ব্যবস্থার প্রয়োজন| যে জীবন ব্যবস্থা তৈরি করা হবে কেবলমাত্র সেই যুগেরই অবস্থা, পরিস্থিতি, সমস্যা ও পারিপার্শ্বিকতার আলোকে এবং উদ্ভূত সমস্যার তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান করতে হবে যা অপরিহার্য বা আশু বা Immediate| এ ধরণের প্রেক্ষিতে একমাত্র এ সিদ্ধান্ত গ্রহণই যৌক্তিক ও যথাযথ হতে পারে যে, এরুপ যুগ ও কালভিত্তিক জীবন ব্যবস্থাকে বারবার পরীক্ষা করা এবং প্রত্যেকটির ব্যর্থতার পর তার স্থলাভিষিক্ত অন্য একটি জীবন ব্যবস্থা পরীক্ষা করায় মানব জাতির মূল্যবান সময় অপচয় ও মহা বিপর্যয়ের সম্মুখিন হওয়া ছাড়া আর কোন ফলোদয় হয় না| এত করে মানব সভ্যতার সর্বিক অগ্রগতি ব্যাহত হয় এবং উন্নতি ও বিকাশ ইপ্সিত চরম লক্ষ্যে পৌঁছবার পথে বিরাট বাধার সম্মুখিন হতে হচ্ছে|

মানব চরিত্রের অধপতনে পাশ্চাত্য দর্শনের কুপ্রভাব

ইউরোপ বা পশ্চিমে মুক্তচিন্তার বিকাশের ইতিহাসের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে রয়েছে খৃষ্ট ধর্মের ইতিহাস| খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীরা প্রথমদিকে রোম সাম্রাজ্যের কাছে অকল্পনীয় নির্যাতন, অত্যাচারের শিকার হয়| ৬৪ খৃষ্টাব্দে যখন গ্রীস, রোম, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে খৃষ্টানদের সংখ্যা কয়েক হাজারের বেশি তখন কুখ্যাত রোম সম্রাট Nero তাদের বিরুদ্ধে রোমকে পোড়ানোর মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে এবং তার নির্দেশে নিজেকে খৃষ্টান দাবী করে এমন প্রতিটি ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়| অত:পর কাউকে শুলে চড়ানো হয়, কাউকে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হয় এবং বহুসংখ্যক খৃষ্টান নরনারী ও শিশুকে রোমের কুখ্যাত কলোসিয়াম (স্টেডিয়াম) লোমহর্ষক খেলা অর্থাৎ বাঘসিংহের দ্বারা আক্রমণ করিয়ে খুন করানো হয়| ৭০ খৃষ্টাব্দে তিতুমসের নেতৃত্বে বায়তুল মুকাদ্দাসে আক্রমণ চালানো হয়| তখন ১৭ হাজার লোককে গ্রেফতার করে দাস-দাসীতে পরিণত করা হয়| এ বারো হাজার লোককে অনাহারে ধুকিয়ে ধুকিয়ে হত্যা করা হয়| হাজার হাজার লোককে ধরে এনে বিভিন্ন আখড়ায় ও সার্কাসে বন্য জন্তুর কিংবা অসিচালকদের Practice এর শিকার হিসাবে ব্যবহার করা হয়| নিরোর পর মার্কোস, আরিলিয়াস, সেভিরোস, ডেরিসিওস ও ডালোরিয়ান খৃষ্টবাদ ও তার অনুসারীদের নিশ্চিহ্ন করার অভিযান পরিচালনা করে| ডায়ো ক্লেটিয়ান গীর্জা ধংস করে, ইঞ্জিলসমূহ পুড়িয়ে কেল-া-গীর্জা সমূহের সম্প ত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ জারী করে| ৩০৩ খৃষ্টাব্দে রোম সম্রাট নিজেই লিকোমেডিয়ার কেন্দ্রিয় গীর্জা ধ্বংস ও পবিত্র গ্রন্থসমূহ জ্বালিয়ে দেয়| ৩০৪ খৃষ্টাব্দে সে নির্দেশ জারী করে যে, যে ব্যক্তি খৃষ্ট ধর্মের উপর কায়েম থাকার জন্য জিদ ধরবে তাকে হত্যা করা হোক| এরপর নির্যাতন আরো বেড়ে যায়| যারা খৃষ্ট ধর্ম ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানাতো তাদের দেহ কেটে তাতে লবণ ও টক লাগিয়ে দেওয়া হতো তারপর টুকরো টুকরো করে তাদের গোশত কাটা হতো| কখনো কখনো তাদেরকে গীর্জার মধ্যে আটকে রেখে আগুন ধরিয় দেওয়া হতো, আরো বেশি আনন্দ উপভোগ করার জন্য একজন খৃষ্টানকে ধরে জ্বলন্ত আগুনের উপর শুইয়ে দেয়া হতো এবং তাদের দেহে লোহার পেরেক ফুটানো হতো| সম্রাট কন্স্টানটাইন ৩২৩ খৃস্টাব্দে খৃষ্টধর্ম গহণ করেন| এই ধর্ম তখন কার্যত রাষ্ট্রিয় ধর্মে পরিণত হয় তখন তা এক লাফে আর এক প্রান্তে উপনীত হয়ে চরম অবস্থার সৃষ্টি করে| যেহেতু সরকার ও রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে খৃষ্টধর্ম তাদের কোন দিক নির্দেশনা দেয় নি| তাই তারা সমস্ত রাষ্ট্রিয় কর্মকান্ডে ঐশী বিধানের পরিবর্তে নিজেদের মনগড়া আইন তথা রোমান সাম্রাজ্যের বিধান অনুসারে চালাতে শুরু করলো| এটা সবারই জানা যে রাষ্ট্রিয় কায় কারবারে যুদ্ধ, সন্ধি, ক্ষমা ও প্রতিশোধ কূটনীতি ও দমননীতি সবই থাকে| কিন্তু যেহেতু খৃষ্টান নেতৃবৃন্দ মুসা (আ.) এর ধর্মীয় বিধিবিধান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন তাই এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রিয় কার্যকলাপের জন্য কোন ধরণের আইন-কানুন বিদ্যমান ছিল না| এর ফল দাড়ালো এই যে, খৃষ্টানগণ কর্তৃক পৃথিবীতে অরাজকতা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়ানো এবং জুলুম ও অত্যাচারের এমন স্টীম চালানো হলো যার নজীর মেলা ভার| সম্রাট থিয়োডোমিয়াস, যিশু ব্যতীত অন্য যে কোন সত্ত্বা বা বস্তুর উপাসনাকে চাই তো গোপনে বা প্রকাশ্যে যেভাবেই করা হোক না কোন রাষ্ট্রদ্রোহের পর্যায়ভুক্ত মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য অপরাধ সাব্যস্ত করে ফরমান জারী করেন| অনুরূপভাবে বিজ্ঞান চর্চা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল| বাইবেল যা বলে বিজ্ঞানকে সেভাবেই সাজানো

ছিল বিজ্ঞানীদের একমাত্র কাজ| পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে কোপার্নিকাসের এই আবিষ্কার খৃষ্টানরা গ্রহণ করেনি| বৈজ্ঞানিক ব্রুনো কোপার্নিকাস তত্ত্বের সাথে আরও যোগ করলেন যে স্থির তারকাগুলি প্রত্যেকেই এক একটি গ্রহমণ্ডলি পরিবেষ্টিত সূর্য| তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হলে আত্মরক্ষার জন্য তিনি ইতালী ছেড়ে ৬ ফ্যান্স, সুইজারল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও জার্মানীতে অবস্থান করতে লাগলেন| ১৫৯২ সালে ভেনিসে তিনি ফিরে আসেন| তার বিচার হয় রোমে কম্পো দান ফিউরি নামক জায়গায়| ১৬০০ সালে তাকে পুড়িয়ে মারা হয়| ১৬১৯ সালে লুসিলিও ভানান নামীয় এক ইতালিয় বুদ্ধিজীবিকে তার জিহ্বা ছিঁড়ে ও আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়| গ্যালিলিওকে ডেকে নিষেধ করা হলো তিনি যেন তার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার না করেন| এ নিষেধ অমান্য করায় তাকে কারাগারে প্রেরণ করা হয় পরে মুচলেকা দিয়ে তিনি মুক্তি পান| চিন্তার স্বাধীনতার প্রতি খৃষ্ট ধর্মের অসহিষ্ণুতা উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অপরিবর্তিত ছিল আর এর সমান তীব্রতা নিয়ে Witch Hunting এর কথা বলারই অবকাশ নাই| ডাইনি আখ্যা দিয়ে কত লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নারীকে যে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়েছে তার পরিসংখ্যান নাই| Joan of Arc কেও পুড়িয়ে হত্যা করা হয়| Age of Enlightenment বা তথাকথিত ‘‘আলোকিত যুগে’’ চার্চের এই দমননীতির বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবিদের প্রধান আক্রমণস্থল হলো সার্বিকভাবে ঈশ্বর, ধর্ম পুস্তক ও ধর্মীয় বিধিবিধান| ধর্ম, সমাজনীতি, রাষ্ট্রিয় কাঠামো সকল প্রকার বিধিনিষেধ, আইন-কানুন| অর্থাৎ যা মানুষের নৈতিক মানদণ্ডে সৎ-অসৎ সবকিছু স্বাধীনতা, মুক্তি, বাকস্বাধীনতা, বিজ্ঞান গবেষণা, চিন্তার স্বকীয়তা ও ইত্যাদি নাম ও পরিচয়ে এক সার্বিক বিদ্রোহ শুরু হলো যা বিভিন্ন রাজনৈতিক, দর্শন মতবাদ ও জীবন দর্শনের নামে চালু করা হলো এবং এই বিকৃত চিন্তাধারা বিশ্ববাসীকে গ্রাস করে ফেলে| ‘‘যুক্তিবাদের যুগ’’ বলতে প্রকৃতপক্ষে এক ধরণের নাস্তিকতা বা ধর্মহীনতা মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে কু-যুক্তি প্রদানের স্বাধীনতা| অর্থাৎ এক বাড়াবাড়ি থেকে অন্য এক বাড়াবাড়ির রাজত্ব কায়েম করা হলো| এনসাইক্লোপেডিয়ার প্রধান সম্পাদক Denis Diderot (১৭১৩? ১৭৮৪) ক্যাথলিক মতাদর্শের বিরুদ্ধে লেখার জন্য তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়| টমাস হবস (১৫৮৮? ১৬৭৯), ব্রিটিশ চিন্তাবিদকেও নাস্তিকবাদের জন্য অভিযুক্ত করা হয় অনুরূপভাবে ক্রিস্টোফার মার্লোকেও (১৫৬৯? ১৫৯৩) নাস্তিক হিসাবে আখ্যায়িত করা হয় তবে বিচার শেষ হওয়ার পূর্বেই ভিন্ন একটি কারণে তাকে হত্যা করা হয়| ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইউরোপের অধিকাংশ খৃষ্টান দেশসমূহে নাস্তিক্যবাদ প্রকাশ্যভাবে আলোচিত হতে থাকে এবং ক্রমাগত তা ব্যাপকভাবে প্রকাশিত ও প্রচারিত হতে থাকে| The System of Nature এর লেখক পল ব্যরন ড’হলবাক (১৭২৩? ১৭৮৯) ১৭৭০ সালে এই পুস্তকটি প্রকাশিত হলে সেটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং তা পুড়িয়ে দেওয়া হয়| তিনি নাস্তিক হিসাবে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন| তিনি প্যারিসে একটি রেস্টুরেন্ট পরিচালনা করতেন| সেখানে তদানীন্তন সময়কালের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবি Diderot, Russeau, David Hume, Adam Smith, Benjamin Franklin প্রমুখ উপস্থিত থাকতেন| ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ-বের নেতা Robespiere যুক্তি দেবী পূজার (Goddes of Reason Worship) চালু করেন| খৃষ্ট ধর্মের প্রতিপালনের বিপরীতে এই ধরণের উপাসনার পদ্ধতি চালু করা হয়| Descartes এর মতে মানুষসহ সকল জীবন্ত প্রাণী স্বয়ংক্রিয় রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতি| তিনি দম্ভপূর্ণ উক্তি করে বলেছেন? আমাকে উপাদান দাও, আমি বিশ্ব সৃষ্টি করবো| অপরিবর্তনীয় গাণিতিক আইনে সমগ্র সৌরজগত

পরিচালিত হয়৷ নিউটন (১৬৪৩? ১৭২৭) এর মতবাদে আত্মহারা হয়ে তথাকথিত আলোকপ্রাপ্ত যুগের বুদ্ধিজীবিরা প্রচার করেছেন যে, মানুষের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের বিপরীত সকল বিশ্বাস পরিহার করতে হবে৷ ভাগ্য, নবী, রাসূল, ঐশী গ্রন্থ, ফেরেশতা, ঈশ্বর এবং তাঁর সকল প্রকার আদেশ-নিষেধ, দোজখ, বেহেশ্ত, পরকাল বা শেষ বিচার সকল ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে কুসংস্কার বলে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা হয়েছে৷ ফরাসী বিপ-বের (১৭৮৯) প্রখ্যাত তাত্ত্বিক ভলটেয়ার (১৬৯৪? ১৭৭৮) বলেছেন, পৃথিবীর ভবিষ্যত সম্প র্কে কোনপ্রকার চিন্তা না করেই ঘড়ি সংযোজনকারীর মত ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন৷ স্মরণ রাখতে হবে যে, এই ৭ ফরাসী বিপ-বের মতাদর্শ অর্থাৎ সমতা, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বকে আধুনিক বিশ্ব অনুকরণীয় হিসাবে গ্রহণ করে অথচ এই আদর্শের অনুসারীরা লক্ষ লক্ষ আদম সন্তানকে গিলোটিনের মাধ্যমে হত্যা করেছে৷ রবার্ট হিউম (১৭১১? ১৭৭৬) সকল ধর্মীয় বিশ্বাস এই বলে বাতিল করেছেন, যে এগুলো বিজ্ঞান বা মানবীয় প্রজ্ঞার দ্বারা প্রমাণ করা যায় না৷ তিনি ভলটেয়ারের প্রত্যাদেশ ওহী ক্ষমতাহীন ঈশ্বরকে আক্রমণ করে বলেছেন ঃ আমরা ঘড়ি বানাতে দেখেছি কিন্তু পৃথিবী বানাতে দেখিনি৷ যদি পৃথিবীর কোন মালিক থাকেন তিনি অনুপযুক্ত কর্মী অথবা কাজ শেষ করে অনেক আগে মারা গেছেন বা তিনি পুরুষ অথবা মহিলা ঈশ্বর বা অনেক সংখ্যক ঈশ্বর আছে৷ তিনি সম্পূ র্ণ ভাল৷ সম্পূ র্ণ খারাপ অথবা দুই বা কোনটাই নয়৷ সম্ভবত তিনি খারাপ৷ পরকালের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে হিউমের যুক্তি হচ্ছে কেবল জীবন সম্প র্কে আমাদের এই সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন যুক্তি নাই যে, যেখানে মানুষের ফেলে যাওয়া জীবনের জন্য পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে৷ গণিত যেমন ধর্মত ও মানব জ্ঞানের অন্যান্য শাখা থেকে স্বাধীন৷ ঠিক নৈতিকতাও একটি বিজ্ঞান (অর্থাৎ না পালন করলেও চলে)৷ Rousseau, Diderot অন্যান্য সকলের মতো দার্শনিকেরা বিশ্বাস করতেন ও বিশ্বাস করতে বলেছেন যে, ব্যবহার, উপযোগিতা এবং সুখই নৈতিকতার একমাত্র মান নির্ণয়ক৷ এ ক্ষেত্রে সংগীদের ন্যায্য অংশীদারিত্ব থেকে বঞ্চিত না করে মানুষের উচিত যত বেশি সম্ভব আনন্দ ও সুখ প্রত্যাশা করা (Makers of Modern Mind, R and All, Columbia University Press, November 1930)৷ হাজার হাজার বছরের সকল প্রকার বিশ্বাস ও ভালমন্দের মাপকাঠিকে ভ্রান্তজ্ঞান ও ধ্বংস করে এইসব অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তিত্বেরা বিশ্বাস করলেন যে, সার্বজনীন গণশিক্ষা যে বুদ্ধি ও বিজ্ঞান প্রচার করছে তাতে বিশ্বে একটি সত্যিকার স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হবে৷ নিজের ভাগ্য রূপ দেওয়ার বৈজ্ঞানিক যাদু এখন মানুষের করায়ত্বে রয়েছে৷ সমগ্র বিশ্বে স্বাধীনতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য এবং সাবজনীন শান্তি বিরাজ করবে৷ ক্রমবর্ধমান জ্ঞান মানব জীবনকে দীর্ঘায়িত করবে এবং সকল রোগ কষ্ট নিশেঃষ করে দেবে৷ প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক বিপ-ব এই বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করেছে যে, কোন অলৌকিক সাহায্য ছাড়াই (Spiritual Guidance/Divine Book/Teachings of the Prophets) বিশ্বে মানজ জীবন পরিপূর্ণতা অর্জন করবে৷ চার্লস ডারউইন (১৮০১? ১৮৮২) এ ১৮৫৯ সালে তার পুস্তক দি অরিজিন অব স্পি সিজ প্রকাশিত হয়৷ অপেশাদার এই জীববিজ্ঞানী প্রাচীন সুমেরীয় ও গ্রীসের পৌরানিক গল্পকথা পুনর্ব্যক্ত করার মাধ্যমে ডারউইনবাদ প্রকাশ ও প্রচার করেন৷ এর ভিত্তিতে যতগুলি মতবাদের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে এর সবগুলি বিশ্ব মানবতার জন্য অভিশাপ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে৷ তার দর্শন ডারউইনবাদ তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মুখোশ ধারণ করে এসব ভ্রান্ত মতাদর্শ ও এর অনুসারীদের তখন থেকে এক ধরণের মিথ্যা বৈধতা দান করেছে৷ এই মিথ্যা বৈধতার বদৌলতে এটি প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যে

জীব বিজ্ঞান ও জীবাশ্ম বিজ্ঞানের অধিক্ষেত্র অতিক্রম করে মানব সম্প র্ক থেকে শুরু করে ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান ও মানুষের সার্বিক জীবন দর্শনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর প্রভাব বিস্তার করে। উনবিংশ শতকে যে সব মতবাদ বা চিন্তাধারা তথা মানবীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট সৃষ্টি করে সমাজকে প্রভাবিত করে এর কয়েকটি প্রধান চিন্তার স্রোতধারা ডারউইনবাদের মধ্যে তাদের তথাকথিত প্রমাণ ও যৌক্তিকতা খুঁজে পেল। এ ব্যাপারে প্রখ্যাত ডারউইনবাদী আমেরিকান জীবাশ্ম বিজ্ঞানী Stephen Joy Gould এ সত্যের বাস্তবতা স্বীকার করে উলে-খ করেছেন ঃ "১৮৫৯ সালে দি আরাজন অব স্পি সিজ প্রকাশিত হওয়ার পর দাসপ্রথা, সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবাদ, শ্রেণীসংগ্রাম, লিংগবৈষম্য প্রভৃতি সামাজিক অনাচার ... বিজ্ঞানের নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।" মানব সভ্যতার ইতিহাসে যুদ্ধ, নিষ্ঠুরতম জাত্যাভিমান, সংঘাত, বর্বরোচিত কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু সবসময় মানব জাতিকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে তাদের এ সকল কর্মকাণ্ড অন্যায়, ভুল এবং তা থেকে বিরত থেকে মানব জাতিকে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। মানব জাতি ঐশী ধর্মের মাধ্যমে অন্তত পক্ষে এটুকু বুঝতে, জানতে পেরেছিল ও জানতে শিখেছিল যে, তাদের এ সকল উৎপীড়ণমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া ভুল বা অন্যায় বা নৈতিকতাবিরোধী তথা পাপ বা গুণাহ। পক্ষান্তরে ডারউইনবাদের প্রচার ৮ ও প্রসারের পর জনমনে এই ধারণা বা চিন্তাধারা সৃষ্টি করা হয়েছে যে লোভ, জুলুম ও অবিচারের জন্য দ্বন্দ্ব সংগ্রাম করা একটি তথাকথিত বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা রয়েছে, বলা হলো এটা মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এ ধরণের আক্রমণাত্মক ও বর্বরোচিত আচরণ সে তার পূর্বপুরুষদের (পাশবিক চরিত্র) কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে তাই জঙ্গলে যেভাবে সবচেয়ে বলশালী ও আক্রমণাত্মক প্রাণী, সংগ্রামের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে, সেই একই আইন (Jungle Law) মানব সমাজেও সমভাবে প্রযোজ্য। এই জীবন দর্শনের প্রভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ, বিপর্যয়, গণহত্যা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। ডারউইনবাদ এ সকল কর্মকাণ্ডে সমর্থন ও উৎসাহ যোগায়। অর্থাৎ এ চিন্তাধারা সকল রক্তপাত, সংঘাত ও দুঃখ-কষ্টকে যৌক্তিক সমর্থন দিয়ে থাকে। সমাজতন্ত্রের প্রচার ও প্রসারের জন্য ডারউইনবাদের অপরিহার্যতা জানা যায় যে এ ব্যাপারে সমাজতন্ত্রের প্রধান তাত্ত্বিক মার্কস ও এংগেলস -এর পত্রালাপ থেকে। ডারউইনের পূর্বোক্ত পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই এংগেলস মার্কসের কাছে এক পত্রে লিখেন ঃ "ডারউইন যার পুস্তক (The Origin of Species) আমি এখনই পড়েছি এক কথায় অপূর্ব ও চমৎকার। এর উত্তরে কার্লমার্কস ১৮৬০ সালে ১৯ ডিসেম্বর, এংগেলসকে লিখেন, "এই বইতে আমাদের মতাদর্শের প্রাকৃতিক ইতিহাসের মূল সূত্র বর্ণনা করা হয়েছে।" ১৮৬১ সালের ১৬ জানুয়ারি মার্কস তার সমাজবাদী বন্ধু Lassalle কে লিখেন, "ডারউইনের পুস্তকটি আমার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ কারণ মানব ইতিহাসের শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতত্ত্ব সম্বলিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব এ বইতে বর্ণনা করা হয়েছে।" মার্কস তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক Das Capital ডারউইনের নামে উৎসর্গ করে তার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের মার্কস নিজেকে এই ব্রিটিশ প্রকৃতিবিদ ডারউইনের একজন একান্ত ভক্ত Sincere Admirer হিসাবে উলে-খ করেন। আপাতঃ দৃষ্টিতে কথিত কমিউনিজম ও পুঁজিবাদের মধ্যে বিরোধীতা থাকলেও পুঁজিবাদীদের দীক্ষাগুরু কিন্তু এই চার্লস ডারউইনই। পুঁজিবাদ ঃ অর্থনীতিতে বেঁচে থাকার সংগ্রাম (Struggle for Existance) পুঁজিবাদ হচ্ছে পুঁজির

সার্বভৌমত্ব। এটি একটি উন্মুক্ত ও অবাধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যার ভিত্তি শুধুমাত্র লাভ বা মুনাফা। এই অর্থ ব্যবস্থায় সমাজ প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়ে থাকে। পুঁজিবাদে তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে তা হলো ? ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ, প্রতিযোগিতা ও মুনাফা বা লাভ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র অতি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ অর্থ ব্যবস্থায় ব্যক্তিকে সমাজের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। বরং তাকে একজন ব্যক্তি হিসাবে একাকী স্বীয় প্রচেষ্টায় সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। পুঁজিবাদী সমাজ এমন একটি রঙ্গমঞ্চ যেখানে প্রতিটি ব্যক্তিকে অন্যের সাথে কঠোর ও নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়। এটা এমন একটি স্থান যেমন ডারউইন বর্ণনা করেছেন ঃ “যেখানে বলশালী সমাজে টিকে থাকবে, দূর্বল ও ক্ষমতাহীন ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তবুও সেখানে নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতা প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে থাকে।” পুঁজিবাদী ডারউইনবাদের সমর্থকদের একজন Tille উলে-খ করেছেন ঃ “সমাজে বিদ্রোহকে প্রতিহত করার জন্য অর্থনৈতিক সংগ্রামে পরাজিত শ্রেণীকে সাহায্য করা হবে একটি মস্স্থবড় ভুল। কারণ এর অর্থ হলো প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা আর এটাই হলো সামাজিক বিবর্তনবাদের ভিত্তি। সামাজিক ডারউইনবাদের অন্যতম প্রবক্তা Herbert Spencer যিনি জনজীবনে সামাজিক ডারউইনবাদের নীতি প্রয়োগের নীতি চালু করেন। তিনি বলেন, যদি কেহ গরিব হয়ে থাকে, এটা তারই দোষ। তাই তাকে ধনী করার ব্যাপারে অবশ্যই কেহ কোনরকম সাহায্য সহযোগিতা করবে না। যত অনৈতিক পদ্ধতিতেই হোক না কেন ধনী হওয়াটাই তার যোগ্যতা। এ কারণেই সমস্স্থ ধনী ব্যক্তি টিকে থাকবে। পক্ষান্স্থরে গরিব মানুষ সমাজ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বিদ্যমান ডারউইনবাদী-পুঁজিবাদী নৈতিকতার এটাই সারাংশ। ৯ বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী দর্শন এই মানবীয় চরিত্র দাবী ও বাস্স্থবায়ন করার জন্য বদ্ধপরিকর। আর বিশ্ববাসী ডারউইনের নাম বা মতবাদ জানুক আর নাই জানুক এই চিন্স্থধারাই সমগ্র বিশ্বে অত্যন্স্থ বলিষ্ঠভাবেই চালু রয়েছে। পাক-ভারত উপনিবেশ যখন কমিউনিজম ও পুঁজিবাদী দর্শনের তথা ডারউইনবাদী চিন্স্থাধারায় দিশেহারা। বস্তুবাদী ও নাস্স্থিক্যবাদী দার্শনিকগণের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ভাবধারায় অনুসারী হওয়ার পূর্ব পর্যন্স্থ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করতো যে একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। তিনি মানুষসহ সমগ্র প্রাণী ও উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছেন। তাছাড়া অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষ্য প্রজাতির একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে কারণ মানুষের রয়েছে আত্মা যা সৃষ্টিকর্তার এক অনন্য সৃষ্টি। মানুষ সে যে বনের বা জাতের বা গোত্রেরই হোকব না কেন, মানুষ আল-াহর সৃষ্টি ও তাঁর বান্দা বা দাস। এই মানব জাতি একই পূর্বপুরুষ অর্থাৎ আদম (আ.) এর বংশধর। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে ঃ “...... তোমাদের যে এই যে জাতি ইহা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক অতএব আমাকেই ভয় কর। কিন্তু তাহারা নিজেদের মধ্যে তাহাদের দ্বীনকে বহুধাবিভক্ত করেছে” (সূরা মুমেনিন ৫২?৫৩)। হে মানুষ, তোমরা তোমদের সেই মহান প্রভুকে ভয় কর ও মানিয়া চল, যিনি তোমাদের সকলকে একই মানুষ ?আদম (আ.)? হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।” (এইভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে প্রথমে তাহা হইতে তাহার স্ত্রী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং দু’জনের মাধ্যমে অসংখ্য পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষের মধ্যে বন, অঞ্চল, জাতি, ভাষা, সংস্কৃতির বৈচিত্র ও বৈষম্যের ব্যাপারে বলা হয়েছে।) আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈষম্য ও বৈচিত্রের খোদার অস্স্থিত্বের নিকট নিদের্শন, নিশ্চয় ইহাতে

সমগ্র বিশ্বজাহানের অধিবাসীদের জন্য স্প ষ্ট নির্দশন রহিয়াছে (সূরা রূম? ৩০)| ধর্মীয় এই চি~ন্তাধারার মধ্যে যে বিশ্বভ্রাতৃত্ব বন্ধন রয়েছে এবং ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের স্নেহ আর মমতা, দয়া সর্বোপরি মানবিক দায়িত্ববোধ রয়েছে| ডারউইনবাদী চি~ন্তা-চেতনা এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে ভেঙ্গে-চুড়ে-গুঁড়িয়ে দিয়ে মানব জাতিকে পশুর পর্যায়ে নামিয়ে এনে এই শিক্ষাই দিচ্ছে ''জোর যার মূল-ুক তার'' যে জীবন সংগ্রামে টিকতে হলে যে কোন নীতি অবলম্বন করা চাই| ন্যায়-অন্যায় ভাল-মন্দ সৎ-অসৎ বলে কিছু নাই, যাই কার্যকর প্রায়োগিক তাই উচিত অর্থাৎ পৃথিবী একটি জঙ্গল স্বরূপ| এখানে প্রাণীকূল যেভাবে একে অন্যকে শিকার করে বেঁচে থাকে এই আইনই সমাজে সমানভাবে বিরাজ করছে তাই এটাই যুক্তি ও ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে একমাত্র গ্রহণযোগ্য|

হযরত আহমদ ঊল্লাহ (র.) -এর জন্ম ও বেলায়েত

বাংলার মানুষ যখন এই ধরণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় সমাজহীনতার দ্বন্দ্বে দিশেহারা এই দুঃসময়ে চট্টগ্রাম জিলার ফটিকছড়ির মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে ১৮২৬ খৃস্টাব্দে রোজ বুধবার অপরাহ্নের সময় আল-াহ্ তায়ালার অশেষ দয়ায় হযরত আহমদ ঊল্লাহ্ (রহ.) জন্মগ্রহণ করেন| তিনি বিশ্ববাসীর জন্য যে চি~ন্তাধারা তথা দর্শন উপহার দিয়েছেন তাই মাইজভাণ্ডারী দর্শন হিসাবে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে| তদানী~ন্তন পাক-ভারত উপমহাদেশের ধর্মীয় শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ আলিয়া মাদ্রাসার সর্বশ্রেষ্ঠ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে যশোহর জিলায় কাজীর পদে যোগদান করেন| পরবতী বছরেই তিনি কাজীর পদ ত্যাগ করে কলিকাতার বু-আলী মাদরাসার প্রধান শিক্ষক হিসাবে শিক্ষকতা শুরু করেন| ঐ সময়ে কলিকাতায় অবস্থানরত পীরানে পীর গাউসুল আজম হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) -এর বংশধর ও এই তরীকার খেলাফতপ্রাপ্ত শেখ সৈয়দ আবু শাহমা মোহাম্মদ সালেহ কাদেরী লাহোরী ও তাঁর অগ্রজ চিরকুমার শাহ্ সৈয়দ দেলাওর আলী পাকবাজ এর সান্নিধ্যে এসে ফয়েজ ও কামালিয়াত অর্জন করেন| পীরের নির্দেশে তিনি নিজ গ্রামে ফিরে আসার পর তাঁর খোদায়ী বেলায়ত শক্তির মহিমা ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং অচিরেই একজন মহান ও কামেল ওলী হিসাবে তাঁর পরিচিতি মানব সমাজে বিকাশলাভ করতে থাকে| ১০ ওলী শব্দটি আরবী 'ওলা' শব্দ থেকে উদ্ভুত| ওলী অর্থ অর্থ নৈকট্য লাভ, প্রেম, মুহব্বত, অভিভাবকত্ব| খোদাতালার সাথে প্রেমের সম্প র্ককে বেলায়েত বলে| স্বয়ং আল-াহ্ পাকের যে সব বাণীসমূহ জিব্রাঈল নামক ফেরেশ্তা মারফত নবীদের নিকট অবতীর্ণ তাই ওহী নামে অভিহিত| ওহী নাজিলের প্রকৃতি অনুযায়ী নবীগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত| যথা নবীয়ে মুরসাল ও নবীয়ে গায়ের মুরসাল| নবীয়ে মুরসাল হলেন যাঁদের উপর আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে যথা? তাওরাত, যাবুর, ইন্জিল ও কোরআন ইত্যাদি| আর নবীয়ে গায়ের মুরসাল হলেন, যাঁদের উপর আসমানী কিতাব নাজিল হয়নি বটে কিন্তু তাঁরা পূর্ববর্তী নবীয়ে মুরসালদের উপর নাযিলকৃত আসমানী কিতাবের অনুগত ও অনুবর্তী ছিলেন| তাঁরা নবীয়ে মুরসালের উপরই ধর্মের ব্যবহারিক বিধি বিধানের উপর নির্ভরশীল ছিলেন এর আলোকেই লোকের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য সমস্যাদির সমাধান করতেন| তাছাড়াও যুগের বিবর্তন, পরিবর্তন অথবা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সাময়িক সহীফাঐশী বিজ্ঞপ্তি (Divine decree) লাভ করতেন এবং নাযিলকৃত মূল কিতাবের সঠিক ও বৈধ্য ব্যাখ্যাকারী হিসাবে কাজ

করতেন| অনুরূপভাবে ওলীগণ বেলায়েতপ্রাপ্ত এবং নবী রাসূলদের উম্মতভুক্ত| ওলীগণ নবী-রাসূলদের প্রত্যাশী, মুখাপেক্ষী এবং তাঁদেরই চরিত্রের পদানুসারী| পবিত্র কোরআনেও বর্ণনা করা হয়েছে ''ওলা কিন্না রাসেকুন ফিল ইলমে মিনহুম'' অর্থাৎ বেলায়েতপ্রাপ্ত আলেমগণই নবীদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী| এদের সম্প র্কে রাসূল (দ.) এরশাদ করেছেন ঃ আল-াহ্র এমন বান্দা আছেন, যাঁরা এমনভাবে আল-াহ্র নৈকট্য অর্জন করেন যে, আল-াহ্র প্রিয় বান্দারা যে হাত দিয়ে কাজ করেন তা আল-াহ্র হাত হয়ে যায়, যে চোখ দিয়ে দেখেন তা আল-াহ্র চোখ হযে যায়, যে পা দিয়ে চলাফেরা করেন তা আল-াহ্র পা হয়ে যায়, যে কান দিয়ে শোনেন তা আল-াহ্র কান হয়ে যায় (বোখারী)| এই ধরণের লোকেরাই প্রকৃতপক্ষে রাসূলের (দ.) পর তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী এবং জনগণের ওলী বা অভিভাবক বা মুর্শেদ বা পথ প্রদর্শক, মওলা এবং আউলা| এদের সম্প র্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে? জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল-াহ্র ওলীদের কোনভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না| (সূরা ইউনুস? ৬২)| যাহিরা ঈমান আনে আল-াহ্ তাদের অভিভাবক (ওলী), তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে বাহির করার আলোকে লইয়া যান (সূরা বাকারা? ২৫৭)| আল-াহ্ যাহাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সে হেদায়েতপ্রাপ্ত এবং তিনি যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনও তাহার কোন পথ প্রদর্শনকারী (ওলীয়াম মুর্শেদা) অভিভাবক পাইবে না (সূরা কাহাফ? ১৭)| এই আয়াতটি এমন একটি অকাট্য দলিল যে, যার মাধ্যমে আল-াহ্ তায়ালা ঘোষণা করেছেন যে ওলী-মুর্শেদ ছাড়া প্রকৃত ঈমান অর্জন করা তথা হেদায়েত পাওয়া সম্ভব নয়| আল-াহ্ তায়ালার এই বিধান অনুযায়ী যিনি হেদায়েত পাওয়ার উপযুক্ততা অর্জন করবেন তিনি ওলী মুর্শেদ এ সান্নিধ্য পাবেন| এ যোগ্যতা অর্জনে যিনি ব্যর্থ হবেন তার ভাগ্যে কোন ওলীমুর্শেদ এর সান্নিধ্য ঘটবে না| হযরত ইমাম গাজ্জালী আল-াহ্র ওলীদের ফজিলতারামত সম্প র্কে পর্যালোচনা এবং কোরআন-হাদীসের আলোকে অনুসন্ধান করে এদের ক্ষমতা ও মর্যাদা সম্প র্কে বলেছেন ঃ ''... আল-াহ্ রাব্বুল আলামীন সেই বান্দার কাজকর্ম দেখাশুনার দায়িত্ব নেন| মহান প্রতিপালক প্রভু তার রিজিকের দায়িত্ব নেন এবং কোনরূপ প্রয়াস ছাড়াই তাঁর রিজিকের ব্যবস্থা করেন| তিনি কোন শত্রু কিংবা বিপদ-আপদের ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা আল-াহ্ তায়ালার সহায়তা লাভ করে থাকেন| আল-াহ তার বন্ধু হন| তাই তিনি দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত থাকেন| আল-াহ্র ওলী যেহেতু দুনিয়ার দাসত্ব করেন না এমন কি রাজা-বাদশাহ্র দাসত্ব নিতে রাজী হন না তাই তাঁর সত্ত্বা মর্যাদাকর হয়ে যায়| তার সব কাজেই বরকত দেখা দেয়| এমন কি তার কথাবার্তা চলাফেরা পোষাক-আশাক উঠা-বসা সবকিছুতেই বরকতের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে| ১১ পৃথিবীর সব জলস্থল সবই তার অনুগত হয়ে যায়| এমন কি তিনি হাওয়ায় উড়তে পারেন| পানিতে হাঁটতে পারেন এবং দুর-দুরান্ত্মর পথ নিমিষে পার হতে পারেন| চতুষ্প দ প্রাণী, হিংস্র জীব ও পশু-পাখির ভিতরেও তার জন্য ভালবাসা সৃষ্টি হয়, তারাও তাঁকে মেনে চলে| পৃথিবীর সব সম্প দ তার আয়ত্বে এসে যায়| যেখানেই সে হাত বাড়ায় সেখানেই প্রয়োজনীয় সম্প দ পেয়ে যায়| তার দরকার হলে মরুভূমিতে পদাঘাত করলে পানি মিলে যায়| যেখানে খাবার ইচ্ছা হয় খাবার হাজির থাকে| খোদা পাকের দরবারে তার নেতৃত্বে (শাহানশাহ্) লাভ করে| মানুষ তখনই তার ওসিলা ধরে খোদার দরবারে নিজ নিজ প্রার্থনা পেশ করে| ফলে তা মঞ্জুর হয়| খোদা পাকের দরবারে তার দোয়া সর্বদাই কবুল হয়| এমন কি কারো জন্য সুপারিশ করলে তাও কবুল হয়| তার মর্যাদা খোদার দরবারে এত বেশি

হয় যে, যদি সে কোন ব্যাপারে খোদার কসম খেয়ে বসেন, খোদা তা পূর্ণ করে দেন। যদি তিনি পাহাড়কে হেটে যেতে বলেন, পাহাড় সরে দাঁড়ায়। সে জন্য তার ইংগিতই যথেষ্ট, মুখে কিছু বলতে হয় না। তিনি যদি মনে মনে কিছু কামনা করেন, ওমনি তা উপস্থিত হয় তখন ইংগিত করার প্রয়োজন থাকে। আমরা হযরত আহমদ উল-াহ্ (র.) এর কর্মজীবনে এইসব ক্ষমতার বাস্তব প্রমাণ দেখতে পাই। তাছাড়া এই তরীকার পরবর্তী উত্তরাধিকারী হযরত সৈয়দ গোলামুর রহমান (র.), হযরত শেখ অছিয়র রহমান (র.), হযরত শাহানশাহ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (র.) জীবনেও এইসব ফজিলত, মর্যাদা ও অগণিত কেরামত তথা অলৌকিক ক্ষমতার বহির্প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেছি এবং ইতিহাসে এর হাজার হাজার বাস্তব প্রমাণ ও উদাহরণ রয়েছে।

মাইজভাণ্ডারী দর্শন ঃ

দর্শন বা Philosophy গ্রিক Philos ও Sophia শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জ্ঞানুরাগ। গ্রিক দার্শনিক পিথাগোরাস এই শব্দটির প্রচলন করেন। সক্রেটিস নিজেকে জ্ঞানী (Sophist) না বলে জ্ঞানুরাগী বলে অভিহিত করতেন। পূর্বে ফিলসফি বলতে বিজ্ঞান ও সাহিত্যসহ সকল বিদ্যাই বোঝাত। তখন এর প্রধান তিনটি দিক ছিল প্রাথমিক দর্শন, নৈতিক দর্শন ও আধ্যাত্মিক দর্শন। পে-টো কিছুটা এবং অ্যারিস্টটল আরও কিছুটা দর্শন শাস্ত্রের পরিধিকে সীমাবদ্ধ করে দেন। অ্যারিস্টটল দর্শনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেন যথা? নীতিশাস্ত্র (Ethics), তর্কশাস্ত্র (Logic), বিজ্ঞান (Science) ইত্যাদি। অধিবিদ্যাকে (Metaphysics) তিনি প্রথম দর্শন বলে অভিহিত করেন। হবসের (Hobbes) মতে ‘‘কারণ থেকে কাজে এবং কাজ থেকে কারণে পৌঁছানোর নামই দর্শন’’। দর্শনের বর্তমান সংজ্ঞা হলো, যে তত্ত্ব ও তথ্য আলোচনার মাধ্যমে যে কোন বিষয়ের মূল সত্যে উপনীত হওয়া যায়। তাই দর্শন। দর্শনের লক্ষ্য জীবন, ন্যায়, সত্য, সুন্দর ও কল্যাণপুষ্ট মহৎ জীবন। জগতের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য এবং জীবনের সম্ভাবনাকে যুক্তির আলোকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনা করা হয় দর্শনে। এ জন্য বলা হয়, জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ তলিয়ে দেখা এবং জীবনকে পরীক্ষা ও সমীক্ষা করার মানসিকতাই দর্শন। অন্তর্দৃষ্টি, দৃষ্টিভঙ্গির অভ্রান্ততা, বিচার-বিশে-ষণের ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য দার্শনিক মানসিকতার পূর্বশর্ত। যথার্থ দার্শনিক তিনিই যিনি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মনোভাবের অধিকারী। প্রকৃতপক্ষে যিনি অন্তর্দৃষ্টির তথা ঐশী জ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃত সত্য তথা মহা সত্য আল-াহ্ সম্প র্কে সম্যক অবহিত তিনিই দার্শনিক। তাই এ কারণে আল-াহ্র ওলীগণই প্রকৃত দার্শনিক বিধায় ওলীদের শিক্ষা মানব জীবনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ও অভ্রান্ত। মানব চরিত্রের সঠিক মর্যাদা কয়েকটি স্থির বিশ্বাস তথা ঈমানের উপর নির্ভরশীল হওয়া অতীব জরুরী। ১। মানুষকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, সে তার শুধু শরীর নয় বরং তার মধ্যে রয়েছে মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্ব। যার মালিক হচ্ছে আত্মা। মানব দেহের উন্নয়ন ও পরিপুষ্টির জন্য যেমন নিয়ম কানুন ও পদ্ধতি রয়েছে অনুরূপভাবে মানবীয় গুণাগুণ প্রকাশ ও বিকাশের জন্য বিভিন্ন উপায় পন্থা রয়েছে। এই বিদ্যা বা জ্ঞানের উৎস শুধু নবী-রাসূল-ওলীদের মাধ্যমে অর্জনযোগ্য। মানুষের প্রতিটি কর্মের হিসার রাখা হয়। ভাল মন্দের সংজ্ঞা সর্বকালের জন্য সমানভাবে কার্যকর। ১২ এ ব্যাপারে Theory of Good and Evil পুস্তকে Hastings Rashall লিখেছেন যে, এই

বিশ্ব একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে আর এই উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব জাতিকে যে মহান উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে পাঠানো হচ্ছে তার সাথে সহযোগিতা করা স্থায়ী বাস্তবতা| মানব জাতির স্বকীয়তা একটি আর এই বাস্তবতা হলো একটি স্থায়ী নীতির অধীন| যার সাথে বস্তু জগতের সদা পরিবর্তনশীলতার কোন সম্প র্ক নাই| মানবীয় চরিত্রের উন্নতি তার কার্যক্রমের উপর নির্ভরশীল| মানুষের বর্তমান কর্মকাণ্ডের উপর তার ভবিষ্যত (পরকালের ফলাফল) নির্ভর করে| যদি কেহ তার বর্তমান কর্মকাণ্ডের কর্মফল ভবিষ্যতে পুরষ্কার বা তিরষ্কারের বিষয়টি অস্বীকার করে তাহলে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কোন মহৎ কর্মে অনুপ্রাণিত করবে না এ কারণে আল-াহ্র উপর বিশ্বাস থাকা আবশ্যক| কারণ সেক্ষেত্রেই শুধু মূল্যবোধ নীতিবিজ্ঞানের স্থায়ী বিধান সম্প র্কে ব্যক্তিবিশেষ অধিক সচেতন হবে| মাইজভাণ্ডারী দর্শন হচ্ছে নবুয়তের ধারাবাহিকতার ফলশ্রুতিতে প্রাপ্ত বেলায়েতী শক্তির ও শিক্ষার একটি মহাভাণ্ডার| শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত ও মারফতের এক অভিনব সমন্বিত রূপ| হযরত মাওলানা শাহ্সূফি সৈয়দ আহমদ উল-াহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) মানব জাতির পার্থিব ও আধ্যাত্মিক মুক্তির লক্ষ্যে এই যুগান্তকারী দর্শন প্রবর্তন করেছেন| এই দর্শনে সূফিবাদ ও কাদেরীয়া তরীকার সাথে নিবিড় ও অচ্ছেদ্য সম্প র্ক বিদ্যমান| মাইজভাণ্ডারী দর্শনের দুটো দিক রয়েছে, একটি তাত্ত্বিক অপরটি প্রায়োগিক সাধন পদ্ধতি| এই তত্ত্বকে সংক্ষিপ্তাকারে বলা যায় সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়কারী জ্ঞান তথা কোরআন জ্ঞান| যার ভিত্তি হলো ‘‘শাহাদত’’ অর্থাৎ কোন উপাস্য নাই আল-াহ্ ছাড়া ? এই বক্তব্যের সাক্ষ্য দেওয়া| এই পদ্ধতিকে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, মহান স্রষ্টাকে একাগ্রচিত্তে স্মরণ করা বা আল-াহ্র জিকির করা| তত্ত্ব ও পদ্ধতি অবশ্যই পরস্প রের পরিপূরক হিসাবে আল-াহ্র নিকট সম্পূ র্ণ আত্মসমর্পন করাকেই বোঝায়| পবিত্র কোরআনে প্রার্থনা ও জিকিরের গুরুত্ব সম্প র্কে অনেক আয়াত এসেছে যার কয়েকটি উলে-খ করা হচ্ছে ঃ ১| ‘‘যারা দাঁড়িয়ে, মঞ্জিল ও গন্তব্যস্থলে বসে, শুয়ে আল-াহ্র স্মরণ করে ও বলে?হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি ইহা নিরর্থক সৃষ্টি কর নাই’’ (আলে ইমরান? ১৯১)| ২| ‘‘যাহারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে এবং আল-াহ্র অধিক স্মরণ করে’’ (সূরা শুআরা? ২২৭)| ৩| ‘‘আর আল-াহ্র স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ’’ (সূরা আনকাবুত? ৪৫)| ‘‘আল-াহ্র সাথে বান্দার পারস্প রিক সম্প র্কের নীতির বিষয়টি স্বয়ং আল-াহ্ এ ভাষায় বর্ণনা করেছেন সুতরাং তোমরা আমাকেই স্মরণ করো, আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব’’ (সূরা বাকারা? ১৫২)| প্রায়োগিক সাধনা সম্প র্কে উসুলে সাবয়া বা সাত প্রকারের প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতি| সপ্ত প্রকার নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতি হচ্ছে কুপ্রবৃত্তি দমনপূর্বক সুপ্রবৃত্তি জাগ্রত করার প্রচেষ্টা| নফ্সের এই ৭টি স্তর বা পর্যায় হলো, নফ্সে আম্মারা মানুষের মধ্যে পশু প্রবৃত্তির আমিত্বের বহি:প্রকাশ| এই নফস বা অহংকে নিয়ন্ত্রনকারী অবশিষ্ট দুটি পর্যায় হলো একটি মানবীয় আত্মার উন্নয়ন, এটি নফ্সে নাতেকা যা মানুষের সাথে ভাবের আদান-প্রদান করে অথবা যৌক্তিক মানুষ Rational Man| অন্যান্য দুটি পর্যায় হলো, নফ্স লাওয়ামা ? মানুষ যখন তার বিবেকের বাণী শুনে ও জৈবিক অনুভূতিগুলিকে বাধা প্রদান করে| নফ্স আল মুলহামা ? মানুষ যখন তার প্রভুর কাছ থেকে সরাসরি নির্দেশ পেয়ে থাকে| নফ্স আল মুত্মাইন্না ? মানুষ যখন নিজ প্রবৃত্তির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে এবং সে ঐশী প্রেমের ও আল-াহ্র আনুগত্য এবং তাঁর আদেশ-নির্দেশ প্রতিপালনের মাধ্যমে প্রশান্তি ও স্বস্তি পায়| নফ্স আল বাহিয়াহ্ ? মানুষ যখন তার ব্যথা-বেদনা, আনন্দ-বিস্বাদ সবই

সমান প্রতীয়মান হয় এবং সে তার ভাগ্যে সন্তুষ্ট থাকে| নফ্স আল মরজিয়া ? মানুষ যখন বস্তুগত লোভ-লালসার উর্ধে উঠে ঐশী গুণাবলি ধারণ বা অর্জন করে| নফ্স আল-সাফিয়াহ্ ? মানুষ যখন চরম পবিত্রতা ও পরম পূর্ণতা লাভ করে| ১৩ এটাই মানবীয় সাধনার চূড়ান্ত স্তর| মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ ১| পশু চরিত্র ২| শয়তান চরিত্র ৩| ফেরেশ্তা চরিত্র ৪| অপার্থিব নৈসর্গিক চরিত্র পশুচরিত্রের উপাদানগুলি হলো, আহার, নিদ্রা, কলহ, হত্যা, লালসা ও পাশবিক মনোবৃত্তি পূরণের স্বভাব| শয়তান চরিত্রের উপাদান হলো প্রতারনা, শঠতা, ষড়যন্ত্র এবং অন্যের অনিষ্ট সাধনে বদ্ধপরিকর| ফেরেশ্তা চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য হলো সর্বদা সবিনয়ে আল-াহ্তায়ালার গুণকীর্তন করা এবং তাঁর ইবাদত বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ করা| অপার্থিব বা নৈসর্গিক চরিত্র যা আল-াহ্র চরিত্রের প্রতিচ্ছবি| ... দ্বারাই এই চরিত্র অর্জিত| চরিত্র সংশোধন তথা আত্মশুদ্ধি বলতে মানব চরিত্রে পশু ও শয়তানী চরিত্রের প্রবল উপস্থিতি ও কার্যকারিতা ফেরেশ্তা ও নৈসর্গিক চরিত্র অর্জনের জন্য যে কঠোর সাধনা প্রয়োজন তা মূলত নিজের নফস তথা প্রবৃত্তির সাথে সংগ্রাম| অর্থাৎ নিজের মধ্যকার অসৎ ও পাশবিক গুণাবলি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রনে রেখে ফেরেশ্তা ও অপার্থিব চরিত্র গঠনের সংগ্রামকে বোঝায়| মানুষের মধ্যে পশুসুলভ ও শয়তানী চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ প্রশ্রয় দিলে মাথায় উঠে সমাদর করলে খোশামোদ ভাবে সদুপদেশ দিলে ঘুরে বসে উপকার করলে অস্বীকার করে বিশ্বাস করলে ক্ষতি করে সুখের কথায় হিংসা করে দু:খের কথায় সুযোগ খুঁজে ভালবাসলে আঘাত করে স্বার্থ ফুরালে কেটে পড়ে| কোরআনে বর্ণিত নফ্সে আম্মারার চরিত্র এ রকমই| একারণেই মানব চরিত্রকে অবশ্যই পরিশুদ্ধ করা আবশ্যক| নফ্সের অপবিত্রতা সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ মানুষের নফ্সে আম্মারা অবশ্যই ''মন্দকর্ম প্রবন'' (সূরা ইউসুফ? ৫৩)| সাধারণভাবে মানুষ এ ধরণের নফ্সের অপবিত্রতা নিয়েই জীবন যাপন করে থাকে| ভাগ্যবান তিনিই যিনি চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে আল-াহ্ তায়ালার কাছে উপস্থিত হন| কোরআনে এ কথাটি এভাবে বলা হয়েছে ঃ ''যে নিজেকে শুদ্ধ করে সেই সফলকাম হয়'' (সূরা শামস ঃ ৯? ১০)| নিশ্চয় সাফল্য লাভ হবে সে, যে শুদ্ধ হয় এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে অত:পর নামায আদায় করে (সূরা আলা ঃ ১৪? ১৫)| এ কারণে আল-াহ্র এবাদত করতে হলে বিশুদ্ধ অন্তরের একান্ত প্রয়োজন| যাবতীয় কামনা-বাসনাগুলোই অন্তরের ময়লা| লোভ-লালসা হিংসা-অহংকার কাম-ক্রোধ মিথ্যা-প্রবঞ্চনা এবং তাদের শাখা প্রশাখাসমূহ হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে তাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও রোগগ্রস্ত করে ফেলে| তখন মনের সদবৃত্তিসমূহ দুর্বল হয়ে পড়ে| দুর্বলচিত্তে আর সুচিন্তা করার আগ্রহ অনুভব করে না| এভাবে সে দিন দিন আরও দুর্বল রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে| তাদের হৃদয় ঈমানদার নয় তারা আল-াহ্ ও বিশ্বাসীদের প্রতারনা করছে| আল-াহ্ বলেন, ''মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা বলে আমরা আল-াহ্ ও ... অথচ তারা মিথ্যা বলেছিল'' (সূরা বাকারা ৮? ১০)| ১৪ পবিত্র কোরআনের এ সকল আয়াতের মর্মানুযায়ী অধিকাংশ মুমিন হিসাবে পরিচিত ও দাবীদার ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে মুমিন নয়| এই প্রবঞ্চনামূলক দাবী দ্বারা তারা নিজেরাই প্রবঞ্চিত হচ্ছে| এ কারণেই এমন ধরণের নফ্সের সুচিকিৎসা অত্যন্ত জরুরী| আল-াহ্ বলেন, ''সেদিন আল-াহ্র নিকটে তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন লাভজনক হবে না| একমাত্র বিশুদ্ধ নিষ্কলুষ নিবেদিত নফ্স বা অন্তর ব্যতীত'' (সূরা শুয়ারা ৮৮?৮৯)| যারা পার্থিব সম্পদের মোহে ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থ তার লালসায়

প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে পড়ে, ফলে তারা নিজেকে বঞ্চিত করে আল-াহ্‌তে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে| এদের সম্প র্কে আল-াহ্‌ বলেন, ‘‘পার্থিব জীবনই তাদেরকে/তোমাদেরকে প্রবঞ্চিত করেছে’’ (সূরা জাসিয়া?৩৫)| ‘‘অতপর তাহারা মূক, অন্ধ বলে আল-াহ্‌তে প্রত্যাবর্তন করবে না’’ (সূরা বাকারা)| কোরআনে বলা হয়েছে, সেই সফল হইবে যে নিজেকে পবিত্র করিবে এবং সেই ব্যর্থ হইবে যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করিবে (সূরা শাম্‌স ঃ ৯? ১০)| মানব হৃদয়ের কালিমা/অপবিত্রতা দূরীকরণার্থে যত্নবান হতে হবে| নতুবা কোন পরিত্রাণ নাই| মানব নফ্‌স বা কলবের সুচিকিৎসার প্রেসক্রিপশন রয়েছে মাইজভাণ্ডার দর্শনে|

মাইজভাণ্ডারী দর্শনে অসাম্প্রদায়িকতা

মানব চরিত্র উন্নয়নে সবচেয়ে বড় বাধা হলো সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হিংসা| বর্তমানে বিশ্বের ধর্মের অধিক্ষেত্রের দিকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, এক ধর্মাবলম্বীরা অন্য ধর্ম ও ধর্ম প্রচারক সম্প র্কে কোন প্রকার শ্রদ্ধা বা স্বীকৃতি প্রদান করে না| ফলে ধর্ম ঝগড়া (Inter Religious Struggle/Feud) একটি সাধারণ সমস্যা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে| বেড়ে চলেছে কলহ, সন্ত্রাস, সংঘাত ও ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ| মাইজভাণ্ডারী দর্শন পবিত্র কোরআনের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে সকল ধর্মাবলম্বীদের সাথে সমান আচরণ শিক্ষা দান করে বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ| পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে ঃ ‘‘নিশ্চয়ই যাহারা ঈমান আনিয়াছে, যাহারা ইয়াহুদী হইয়াছে এবং খৃস্টান ও সাবেইন যাহারাই আল-াহ্‌ ও আখিরাতে ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাহাদের জন্য পুরষ্কার আছে| তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দু:খিত হইবে না (সূরা বাকারা ? ১৬২)| তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মে (প্রকৃত ঐশী ধর্মে) প্রতিষ্ঠিত কর| আল-াহ্‌র প্রকৃতি অনুসরণ করো যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আল-াহ্‌র প্রকৃতি বিধানের কোন পরিবর্তন নাই| এটিই সরল ধর্ম| কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না (সূরা রূম ? ৩০)| আর তাহার নির্দেশনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র| ইহাতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রহিয়াছে| তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিলে পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই (প্রচলিত অর্থে) বিশ্বাস (একই ধর্মে) করতো| তবে কি তুমি বিশ্বাসী হবার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবে?’’ (সূরা ইউনুস? ৯০)| পবিত্র কোরআনের এ সকল আয়াত বিশে-ষণ ও পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে বিভিন্ন নবী ও রাসূলদের ধর্মীয় আদেশ-নির্দেশ তথা শরীয়তের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও তারা মূলত আল-াহ্‌র প্রকৃতির ধর্ম তথা দ্বীনউল কায়েম থাকে আমরা সনাতন ধর্ম তথা স্থায়ী মানব ধর্ম হিসাবে কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে| মাইজভাণ্ডারী দর্শন প্রকৃতপক্ষে কোরআনের এই শিক্ষাই সমাজে বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ| এ ব্যাপারে কয়েকটি উদাহরণ হযরত গাউসুল আজম আহমদ উল-াহ্‌ মাইজভাণ্ডারীর ধনঞ্জয় পাল নামে একজন ভক্ত যিনি জাহেরীভাবে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন| যিনি তদানীন্তন সমাজের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও প্রকাশ্যেই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে চাইলে ১৫ হযরত গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী (ক.) বলেন, ‘‘তুমি তোমার ধর্মে (বাহ্যিক) থাক| আমি তোমাকে মুসলমান করলাম|’’ তিনি একজন হিন্দু মুন্সেফ বাবুকে বলেন, ‘‘নিজের হাতে পাকাইয়া খাও, পরের হাতে পাকানো খাইওনা, আমি বার মাস রোজা রাখি তুমিও রোজা রাখিও|’’ সূফিদের

পরিভাষায় পাকান বা রন্ধন অর্থে স্বঅর্জিত স্বাধীন মত বুঝায়। রোজা অর্থে সকল প্রকার পাপ কাজ হতে বিরত বোঝায়। আবদুর রহমান মিঞাকে রমজানের দিনে শরবত পান করালে খায়রুদ্দিনের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, "আমার ছেলেরা সবসময় রোজা রাখে।" যেহেতু পাপকার্য হইতে বিরত থাকার নামই রোজা বা রোজার মূল উদ্দেশ্য। (তফসীরে ইবনে আরাবী ১ম খণ্ড ৩৬ পৃষ্ঠা, তফসীরে হোসাইনী ১ম খণ্ড ৩৬ পৃষ্ঠা, বেলায়তে মোতলাকা, খাদেমুল ফোকারা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী)"। সাধক কবি মনমোহন দত্ত, উপমহাদেশের সেরা কবিয়াল রমেশ শীল প্রমুখ মাইজভাণ্ডারী তরীকার ভক্ত, অনুরক্ত ছিলেন। তাদের লেখনী ও সংগীত এই দর্শন প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। হযরত গাউসুল আজম বিল বেরাসত সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.) ও শাহ্‌সূফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) - এর নিকট সকল ধর্মের লোকদের অবাধ গমণ। হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর কাছেও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জন্য কোনরকম বৈষম্যমূলক আচরন ছিল না। বরং সবাইকে তিনি সমান নজরে দেখতেন ও স্নেহ করতেন। মাইজভাণ্ডারী দর্শনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যসমূহ পবিত্র কোরআনের ও হাদীসের আলোকে নির্ধারণ করা হয়েছে বিধায় এটি বহুমুখি এবং ব্যাপক। একজন মানুষের দেহ, মন, চিন্তাধারা, আত্মা তথা প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সর্বাধিক শুদ্ধাচার অনুশীলনই হচ্ছে এই দর্শনের মূলকথা। যাহোক, এই দর্শনের সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়ার জন্য এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ ১। নিছক পার্থিব স্বার্থপরতা পরিহার করে পরিপূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে স্রষ্টার নৈকট্য হাসিল করা; ২। বিশ্বের ধর্মবিরোধ মিটিয়ে সার্বজনীন ধর্ম তথা বিশ্বধর্ম হিসাবে ইসলামকে গ্রহণ করা। সকল ধর্ম সম্পর্কে শ্রদ্ধার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। ৩। সত্য ও ন্যায় পথে জীবন যাপনে অনুশীলন করা ও সমাজকে এ বিষয়ে অনুপ্রাণিত করা। ৪। মানুষের পশুসুলভ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ অবদমনপূর্বক প্রকৃত মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন। ৫। পার্থিব ও আধ্যাত্মিক কল্যাণসমূহ সুনিশ্চিত করা। ৬। স্রষ্টাকে ভালবাসার মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লালন করাই মানব জীবনের লক্ষ্য তা নিশ্চিত করা। ৭। সকল প্রকার নৈতিক অবক্ষয় রোধপূর্বক ব্যক্তিগত ও সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। মাইজভাণ্ডারী দর্শনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য কতকগুলো পূর্বশর্ত অবশ্যই পালন করতে হবে। পূর্বশর্তসমূহ নিম্নরূপ ঃ ১। খোদার একত্বে বিশ্বাসী এবং খোদার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা; ২। কোরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিপন্থি সকল কার্যকলাপ পরিহার এবং বিরত থাকা; ৩। কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত সকল বিধিনিষেধ মেনে চলার জন্য ব্যাপক গবেষণা ও অনুসন্ধান। ৪। খোদার সার্বভৌমত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল হওয়া; ৫। ওলীয়ে কামেলের জ্ঞানজ্যোতির অনুসরণ করা। ৬। কুসংস্কার ও গোঁড়ামি পরিত্যাগ করা; ৭। সর্বোপরি সৎস্বভাব অর্জন করে প্রকৃত চরিত্রবান হওয়া; একজন প্রকৃত মাইজভাণ্ডারী দর্শনের অনুসারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঃ ১৬ ১। তিনি আল-হ্‌তায়ালার একত্বে ও বিশ্বভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী। ২। তিনি খোদার সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী। ৩। তিনি ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি আস্থাশীল। ৪। তিনি আত্মোপলব্ধি করেন, নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করেন, আত্মশক্তিতে বলীয়ান হবার জন্য নিজেকে চেনার জন্য এবং আত্মনির্ভরতা অর্জনের জন্য প্রয়াস চালান। ৫। তিনি অনর্থ কাজ পরিহার করেন। চোগলকোরী করেন না, পরনিন্দা করেন না, বিশৃঙ্খলা ও হানাহনি, অশান্তি পরিহার করে চলেন। ৬। তিনি দু:খে-সুখে খোদায়ী ইচ্ছাশক্তিতে আত্মসমর্পন করেন এবং সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি সংযমী। তিনি দিনে রোজা

রাখেন, রাতে কোরআন তেলাওয়াত ও তাহাজ্জুদ নামায পড়েন ও কম নিদ্রা যান ও পরিমিত আহার করেন। ৭। যেহেতু তাঁর লোভ নেই, লালসা নেই তাঁর কামনা ও বাসনা সংযত। এ কারণে তিনি সারা বৎসর রোজা রাখেন বলা যায়। ৮। তিনি আত্মসমালোচনার মাধ্যমে আত্ম সংশোধনের চেষ্টা করেন, অপরের সমালোচনা ও নিন্দাকে সহজে গ্রহণ করেন, প্রতিহিংসা ও ক্ষোভকে দমন করেন। ৯। তিনি অল্পে তুষ্ট থাকেন এবং আল-াহ্র প্রদত্ত রিজিকের জন্য শোকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বাহল্য পরিত্যাগ করেন এবং নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত্ম। ১০। তিনি সকল ধর্ম আল-াহ্র ধর্ম হিসাবে বিশ্বাস করেন বিধায় ধর্মীয় কারণে কোন লোককে হিংসা করেন না। ১১। তিনি প্রতিনিয়ত কামেল পীরের চেহারা মোবারক স্মরণ করেন ও খোদার ধ্যানে মগ্ন থাকেন। ১২। খোদাপ্রাপ্তিই তার চরম ও পরম লক্ষ্য। তাই আমরা নি:সন্দেহে বলতে পারি যে, সাম্প্রদায়িকতা জর্জরিত বর্তমান বিশ্ববাসীর জন্য মাইজভাণ্ডারী দর্শন এক পথ নির্দেশনা স্বরূপ। মানব চরিত্রের সংজ্ঞা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ, মানবীয় গুণাবলি ও মানব চরিত্রের পাশবিক বৈশিষ্ট্যসমূহ অবদমনপূর্বক মানবীয় সৎ গুণাবলি বিকাশ ও উন্নয়নের কর্মপন্থা হিসাবে মাইজভাণ্ডারী দর্শনের শিক্ষা সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটা সুস্প ষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান সমাজের অবক্ষয়রোধে মাইজভাণ্ডারী দর্শনের শিক্ষা মানব চরিত্র উন্নয়নে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। বর্তমান বিশ্বের মূল্যবোধের ব্যাপক অবক্ষয় রোধে তা রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করতে পারে। ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে, মাইজভাণ্ডারী দর্শনের মূলতত্ত্ব হলো অনিত্য, অনাসক্তি, বিরোধ পরিহার, জ্ঞানজ্যোতির অণ্বেষন করা, বিধান ধর্মের উপর নৈতিক ধর্মের তথা বিশ্বধর্মের প্রাধান্য স্বীকার করা তথা ইসলাম ধর্মের মূল স্পি রিটের আলোকে খোদার একত্বে ও আনুগত্যের শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বাসী হওয়ার প্রেক্ষিতে এই দর্শন সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে, সমাজ জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনতে, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে, ইহকাল ও পরকালের মংগল সাধনে এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রিয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে একটি অমোঘ ও কার্যকর দর্শন হিসাবে বিকশিত হয়েছে। সমস্যা সংকুল বিবাদ-কলহ জর্জরিত বর্তমান সমাজে মাইজভাণ্ডারী দর্শনের ভূমিকা তাই আজ অপরিহার্য ও অনস্বীকার্য। এই দর্শন অনুশীলন করলে সমাজ নাস্তিক্যবাদ, বর্ণবাদ, সামাজিক অনাচার ও ধর্মীয় গোঁড়ামীর অশুভ প্রভাব থেকে রেহাই পাবে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের ঐক্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। মাইজভাণ্ডারী দর্শনের বাস্তব মডেল হযরত গাউসুল আজম শাহ্সূফি সৈয়দ আহমদ উল-াহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.), হযরত গাউসুল আজম বিল বেরাসত মাওলানা শাহ্সূফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.), হযরত শাহ্সূফি অসিয়র রহমান মাইজভাণ্ডারী, হযরত শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর জীবন ও কর্মধারা, দিক নির্দেশনা, শিক্ষা, পবিত্র বাণীসমূহ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে এবং প্রতিনিয়ত মাইজভাণ্ডারী দর্শনের ১৭ অনুশীলন ও চর্চার মাধ্যমে একটি আদর্শ, সুখী সুন্দর কল্যাণমুখী ও স্থিতিশীল সমাজ নির্মাণের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। উপসংহার আল-াহ্ তায়ালা পবিত্র কোরআনে উলে-খ করেছেন ঃ "নিশ্চয় আপনি ?রসূল (দ.)? মহান চরিত্রগুণে বিভূষিত রহিয়াছেন (সূরা কলম? ৪)।" রাসূল (দ.) বলেছেন, "সৎ সভাবের সৌন্দর্যরাশি পরিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে আল-াহ্ আমাকে প্রেরণ করেছেন।" তিনি আরো বলেছেন, "মানুষের

আমলগুলি যখন পরিমাপ করা হবে, তবে সৎ সভাবেরই ওজন সবচেয়ে বেশি হবে|” একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলকে (দ.) জিজ্ঞাসা করে ধর্ম কি? হুজুর (দ.) উত্তর করলেন, “সৎ স্বভাবই ধর্ম|” লোকজন রাসূল (দ.) সমীপে আরজ করলো, সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য কি? রাসূল (দ.) এর উত্তরে বলেন, “সৎ স্বভাব|” পবিত্র কোরআন ও রাসূল (দ.) এর হাদীসের আলোকে আমরা সন্দেহাতীতভাবে বুঝতে ও জানতে পারলাম যে, সৎ স্বভাব অর্জনই ধর্মের ভিত্তি| আর আমাদের এই মহা বিপর্যয়ের যুগে সৎ স্বভাব অর্জনের সহজ ও কার্যকরী শিক্ষা মাইজভান্ডারী দর্শনের মাধ্যমেই পাওয়া যায়| আসুন আমরা একটি আদর্শ, সুখী, সুন্দর কল্যাণমুখী, স্থিতিশীল, সন্ত্রাসমুক্ত ও ন্যায় বিচারভিত্তিক সমাজ নির্মাণ করি| শান্তি ও সমৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের ইহকাল ও পারলৌকিক মুক্তি লাভ করি| আল-াহ্ আমাদের সকলকে নিজেদের মাইজভাণ্ডারী দর্শনের শিক্ষা ব্যক্তিগতভাবে জীবনে পালনের মাধ্যমে সেই সৌভাগ্য অর্জন করতে সক্ষম হই| আমিন, সুম্মা আমিন|

তথ্যসূত্র ঃ
১| আল-কোরআনুল করীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ|
২| কিমিয়ায়ে সা’আদাত, মহাত্মা ইমাম গায্যালী (র.)|
৩| মিনহাজুল আবেদীন, মহাত্মা ইমাম গায্যালী (র.)
৪| বেলায়তে মোতলাকা, খাদেমুল ফোকরা হযরত ছৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (র.)|
৫| মাইজভাণ্ডারী দর্শন ঃ উৎপত্তি, বিকাশ ও বিশেষত্ব, প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী|
৬| মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির ৭টি পর্যায় ঃ মূলঃ শেখ তোসুন বায়রাক আল-জেরাহী, মাসিক আলোকধারা, ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, মে ২০১১|

পবিত্র কোরআন, হাদীস শরীফ, বেলায়তে মোতলাকা, জনাব প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী,

মহান আল-াহ্ তায়ালার নামে শুরু করছি| সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য, যিনি সকল জীবের প্রতিপালক, প্রভু ও অভিভাবক| দরূদ এবং সালাম সমস্ত নবী এবং রাসূলগণের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ (দ.) আল-আমিনের উপর, বর্ষিত হোক তাঁর পরিবারবর্গের, তাঁর প্রিয় সাহাবাদের উপর যারা দুনিয়া ও আখেরাতে আল-াহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন|